রেজওয়ান তানিম

দুঃখপ্রস্থান ও অসুখী ঠোঁট

এক

দুঃখগুলো জীবন খোঁজে, বৃষ্টি এলে!
পিছিয়ে যায় শহরের উষ্ণতা, ঠোঁটে লেগে থাকে উভমুখী অসুখের লেনদেন।

শূন্য চেয়ারে, ফাঁকা চটপটির দোকান
শহরে নেমেছে আলেয়ার হাহাকার।

যমুনার যৌবন লুপ্ত হল বলে
কাঁদছে অসুখী অশ্বত্থ। নিয়তি জানে, আর
বলে উঠবে না কেউ অযাচিত আহ্লাদে, আসছে বৈশাখে
আকাশকে পরাব সিঁদুর।

রোজকার অসুখী মোমেরা রিটায়ার করেছে
তরল আলোতে আর হলদে করবে না পুজোর তুলসীদের।

তবুও চুমুঘোর লেগে আছে ...
বেয়োনেট বৃষ্টিতে!

লিরিক্যাল ব্যালাড নিয়ে সে হাজির, প্রজাপতি না এলে
অসুখী সূর্যোদয় আকুল হয় সূর্যাস্তের অপেক্ষায়।

দুই

অনেক অসুখ ঠেলে ক্লান্ত আঙুল, ছুঁয়ে যায় নীলের আকাশ।

আঙুলগুলো মেঘ
সম্ভাবনার সাদায় ডানা ঝাপটায় ঈশ্বর হয়ে।

শ্মশানে থাকবে বলে এক ব্রহ্মচারী শকুন
ভাগাড়ে খুঁজে নিচ্ছে জীবনের ঘ্রাণ।
ওদিকে নিজস্ব নরকের গোলকধাঁধায় আটকে থাকা
অন্ধ জাদুকর, বন্ধ দরজার কাছে উষ্ণতা ভিক্ষা চেয়ে পায় অবজ্ঞাত

অথচ চোখ মেললেই দেখতে পেত
একটু আগে ধোঁয়াশায় ভেসে গেছে অলৌকিক ওমের
জাহাজ। সাইরেনে বিদ্রূপ তুলে বলে গেল
নরক মানেই ব্যর্থের আবাস।

পিঁপড়েরা নদীতীর্থে যায় মারণযজ্ঞ এলে!
তেমনি এক নদীর কোলে নিজেকে সঁপে দিয়ে লুসিফার জানতে চায়

বোতাম তলায় লুকনো ক্ষতটুকু নিরাময়যোগ্য কি না!

তিন

শপথ অন্ধকারের
শহরের পাখিরা ঋতুমতী এখন
পাখনায় তাদের অসুখের আগুন।

জলের তলায় চুমু খেয়ে বালুকণা
সৃষ্টি করে স্থল, অথচ জলধি

বিষের গোলকে ঘুরে ঘুরে করে বিষাদের শাস্ত্রপাঠ।

হাতে লেগে থাকা টুকরো অহংকার
নতজানু কৌমার্য
ধুয়ে ফেলে ঘূর্ণাবর্ত মেঘ।

শূন্যতাকে পবিত্র ঘোষণা করে,
পোস্টার সাঁটিয়ে বলে গেল গ্রীষ্মের রোদ,
কোলাহল পঙ্কিল!

তবুও নতুন ঠোঁটগুলো কোলাহলে ডুবে যায়,
ফুলের কাছে করুণা ভিক্ষা করে
আলিঙ্গনে বাঁধে প্রত্যাখ্যান!

চার

শহরে টহল দিচ্ছে অশরীরী সাপ।

আজকাল পাখিরাও কারফিউর ফাঁদে পড়ে
হারাচ্ছে চুল, নিজস্ব ভাষা;
ভুলে যাচ্ছে বিবর্তন এক মধ্যযুগীয় রীতি!

ভুলের হসপিটাল আসলে জীবাণুর বাতিঘর! ফিরে এসেছে শবযাত্রীর দল।
ভোর রাতে বরফনদীতে চলাচল ছিল মধ্যবিত্ত প্রেমের।

চুমু নিয়ে ফিরে গেছে বিষপিঁপড়ে এক
যাবার সময় দিয়ে গেছে উপঢৌকন, যথেষ্ট অসুখ ও অন্ধকার!

পচন ধরা হাত চেটে পুটে খেয়ে
ঢেকুর তুলছে স্বতন্ত্র অসুখ,
সংক্রমিত সকালগুলো!

অতঃপর ঈশ্বর এখন
ভ্রূণ আপেলের ভ্রূণে প্রাণের কোডিং-এ ব্যস্ত!
বিষের নদী স্টাইক্সে কে যেন ভাসাচ্ছে অন্তর্গত অসুখের ইতিহাস।

পাঁচ

অথচ উচ্ছ্বাসে মিলিত হবার
আগেই আলাদা হয়ে যায় নুন ও জল,
শান্ত হয় চোখের সমুদ্র!

আমার চোখ জুড়ে পাপ, তাকে
ঢেকে রেখেছে ভয়, এক সমুদ্র বিবমিষা!

ভয় দিয়ে লুকিয়ে রাখা যায় মেঘ, শরতের রোদ।
সুমিষ্ট মদে কণ্ঠ ভেজান চতুর ঈশ্বর,
আসর বসেছে কাচমহলে
মুজরার তালে মৃত্যু শুনছে মথুরা বাঈ!

অন্ধকার প্রশ্নাতীত, বিলুপ্তি অনিবার্যতা।
অবিশ্বাসের ত্বকে সাতরঙা প্রপস আঁকা শেষ করে
বিষণ্ন হয় বোবা আর্টিস্ট।

বিযুক্তডানা পতঙ্গের কাছে অবিনাশ মন্ত্র
শিখে এসে পৃথিবীকে শেখায় প্রাচ্য
জলের নীচে মোক্ষধন!

মনের কাছে শুধোয় প্রাচ্যের ধ্যানমগ্ন আগুন,
জলের নীচে কীসের ছবি?
জল নেচে বলে, আমিই ঈশ্বর!

ছয়
একঝুড়ি পাপে ক-ফোটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে
পুণ্য লিখতে এসে ভোরবেলায়
রং খেলতে শুরু করে প্রগলভ উচ্ছ্বাসের আনাড়ি বালকটি!

আঙিনার বাম হাতে দিলাম পুরোনো কটা সুখ,
নিজস্ব সকাল আর কিছু পাখির পালক।

অনাদৃত অসুখগুলো সাজাতে বসি
বুকের খাঁচায়, যদি প্রতিষেধক এসে নেয় অযাচিত আমন্ত্রণ!

পায়ে ঘুঙুর জড়িয়ে উঠোনে বালকটি
পালকের অপরূপ মিলে তৈরি পাখিদের শেখাচ্ছিল,
কবিতা পড়ার বিকেল খোঁজার মুদ্রা।

আংশিক সত্যের পৃথিবীতে ধুলো নামে
এ আমি বুঝে গেছি জন্মমাত্র চোখ মেলেই।

দোজখের দেরাজ খুঁজে খুঁজে পথ হারানো
অসুখী সকাল, কতবার এভাবেই কাজল চোখে
একে যায় দুঃখ প্রস্থানের অর্কেস্ট্রা,
জানে না বিষাদ!

সাত
জলের তলায় বসে আয়না দেখছে নির্বোধ জলপরি এক,
রোজকার মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে কয়েকটি অসুখী বেড়াল!

ধ্যানভঙ্গের সন্ধ্যায় পানীয় ও খাদ্য পরিবেশন বিষয়ক
সংলাপে সকালগুলো পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছোবার আগেই
নোনা হাওয়া আগবাড়িয়ে বলে উঠল

সমুদ্রে যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি নিতান্তই তরল
বিশ্বাসের জলোচ্ছ্বাস তোলেন একঝাঁক
অবিশ্বাসের ঝিনুকে।
হাসের মাংসের কালিয়া তার দারুণ পছন্দের ...

অথচ নিরাশ্রয়ের বায়ুরা
ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে থাকে ক্ষুব্ধ ডানার আঘাতে।
পাউরুটিতে ছত্রাক জমলে, শুকনো ফুল বেদনাকে ডাকে
অপরিশোধিত অসুখের সসে পরিবেশিত হয়
মরা বেড়ালের ভুনা মাংস।

আকাশের একপেশে ললাটে তাই কয়েকটা কলঙ্ক
লেপটে দিল পলাতক মেঘ।

আট
কুড়িটি পাতা বুড়িয়ে গেলে কথা ছিল,
সূর্যসোনালি লিপস্টিক ঠোঁট সাজাবে শরতের আকাশ! অথচ
রং মুছে ফেলা বেভুল বিকেল, ম্লান করবে
বলে গায়ে মাখছে বিশুদ্ধ অন্ধকার!
ভুলে যাচ্ছে প্রস্থানের গায়ে উঠেছে সবুজ গাউন!

সব দিন বিষাদের!
স্বগতোক্তি শোনায় লুকানো আফিম ও আগুন। অবিশ্বাস
মনে আনছে কেন জানি, অসুখ আসলে
বিস্মৃতির বিবর্ধিত প্রতিমা।

বুকে চুমু লুকিয়ে রাখা কালো শহরটি
নগ্ন হলে ওর হাসিটি কেমন নিখুঁত ফুটে ওঠে; অথচ
নগ্নতা আদিপাপ!

আলখাল্লায় এই সব স্বতঃসিদ্ধ অন্ধকার লুকিয়ে
ঈশ্বর যখন শহরকে চুমু খান —
তখন ঠোঁটের রং হয়ে আসে মিশকালো।

দেয়ালে ঝোলানো মুখোশ, দেঁতো হাসিতে
ফেটে পরে উপহাস করে, কমলার বনে সকাল খুঁজতে
গিয়ে বিফল হয়ে আসা ঠোঁটদুটোকে।

ধ্যানমগ্ন সারস হঠাৎ দৈবের সন্ধান পেয়ে বলে ওঠে,
জীবন লিখল কেবল —
দুঃখ প্রস্থান ও অসুখী ঠোঁটের
চুমুর উপাখ্যান।